তুলসী গীতা

তুলসী-গীতা।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রাগ্‌দত্ত্বার্ঘ্যং ততস্তামর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্‌ভুবি ॥ ১ ॥
শ্রিয়ং শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ২ ॥
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৩ ॥
মহাপ্রসাদজননী আধিব্যাধিবিনাশিনী।
সর্ব্বসৌভাগ্যদা দেবি তুলসি ত্বাং নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥
যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।

ভগবান্ সত্যভামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সত্যভামে! প্রথমতঃ ভগবতী তুলসী দেবীকে অর্ঘ প্রদান ও গন্ধপুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্তব করত ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ১ ॥

হে দেবি! তুমি শ্রবণ শ্রী ও আশ্রয়, তুমি নিত্য শ্রীধর কর্তৃক পূজিত, আমি ভক্তিসহকারে তোমাকে অর্ঘ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

হে তুলসী দেবি! তুমি পূর্ব্বে দেবগণ কর্তৃক নির্ম্মিত ও সুরাসুরগণ কর্তৃক অর্চ্চিতা হইয়াছ। তুমি আমার পাপ ধ্বংস কর এবং মৎকৃত পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

হে তুলসী দেবি! তুমি মহাপ্রসাদসাধিনী, আধিব্যাধিবিনাশিনী ও সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাপসমূহ ধ্বংস পায়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে অভিবন্দন করিলে রোগরাশি বিদুরিত হয়, যাঁহার সিক্ত জল গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে অন্তকভয় বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাকে রোপণ

প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥ ৫ ॥
ভগবত্যাস্তলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥ ৬ ॥
শ্রবণাদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৭ ॥
আত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৮ ॥
যৎ ফলং প্রয়াগস্নানে কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
তৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৯ ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি চ ॥ ১০ ॥

করিলে ভগবান্ কৃষ্ণে প্রত্যাসত্তি জন্মে, যাঁহাকে কৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে মুক্তিফললাভ হয়, সেই তুলসী দেবীকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও লোভবশে যে ভগবতী তুলসী দেবীর মাহাত্ম্য-রূপ অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে দেবী তুলসি! তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬ ॥

শ্রবণানক্ষত্রান্বিত দ্বাদশীদিনে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয় এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, একমাত্র তুলসীপূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥

আমলকীফল দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয় এবং জয়ন্তীযোগে জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে যে ফল হইয়া থাকে, একমাত্র তুলসীর পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয় এবং কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে দেবগণ যে ফল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, একমাত্র তুলসীর পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমস্থ কি পুরুষ বা কি স্ত্রী যে কেহই হউক্ না কেন, এই তুলসীর পূজা করিলে তাহাকেই দেবী অভীষ্ট প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা। ১১॥
প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে॥ ১২॥
পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহঃ সদা॥ ১৩॥
পক্ষে পক্ষে চ দ্বাদশ্যাং সংপ্রাপ্তে তু হরোদ্দিনে।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনম্॥ ১৪॥
অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো জনঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা॥ ১৫॥
বক্তিং বামি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
সত্যং প্রবীমি তে সত্যে কলিকালে মম প্রিয়ে॥ ১৬॥
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠামি ভাবিনি॥ ১৭॥

তুলসী রোপিতা, জলসিক্তা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও যত্ন সহকারে আরাধিতা হইলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন॥ ১১॥

যাঁহারা প্রত্যহ তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ-ভ্রমণ ও নমস্কার করে, তাহাদিগের সমস্ত দুরিত ধ্বংস হয়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না॥ ১২॥

যাহার গৃহে তুলসী পূজিতা হইয়া বিরাজ করেন, অহরহঃ তাহার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

প্রতিপক্ষে দ্বাদশীতে হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসীকাননের পূজা করিয়া থাকেন॥ ১৪।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ অনন্যচিত্তে তুলসীর স্তব করে, সে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে॥ ১৫॥

হে প্রিয়তমে সত্যভামে! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, কলিকালে তুলসীকানন ব্যতিরেকে আমি আর কুত্রাপি প্রীতিবদ্ধ করি না॥ ১৬॥

হে ভাবিনি! আমি কলিকালে সহস্র তীর্থ ও যাবতীয় পবিত্র পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তুলসীকাননেই সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া থাকি॥ ১৭॥

ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ॥ ১৮ ॥
তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামাশ্চতুর্দ্দশঃ ১৯ ॥
তুলসীবনসম্ভূতা ছায়া পততি যত্র বৈ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে ॥ ২০
তুলসী পূজিতা নিত্যং সেবিতা রোপিতা শুভা।
স্নাপিতা তুলসী যৈস্তু তে বসন্তি মমালয়ে। ২১ ॥
সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম।
ন পশ্যতি যমং সত্যে তুলসীবনরোপণাৎ ॥ ২২ ॥
তুলস্যলঙ্কৃতা যে বৈ তুলসীবনপূজকাঃ।
তুলসীস্থাপকা যে চ তে ত্যাজ্যা যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥
দর্শনং নর্ম্মদায়াশ্চ গঙ্গাস্নানং কলৌ যুগে।
তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম ॥ ২৪ ॥

—

যে স্থানে ফলবতী আমলকী নাই, যে স্থানে বিষ্ণু বিগ্রহ বা তুলসীবন দৃষ্ট হয় না এবং যে স্থানে বৈষ্ণবগণের অধিষ্ঠান নাই, সে স্থান শ্মশান সদৃশ বলিয়া পরিগণিত ॥ ১৮ ।

যে স্থানে সমীরণ তুলসীগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হয়, তাহার দশদিক ও চতুর্দ্দশ ভূতগ্রাম পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যে স্থানে তুলসীকাননসম্ভূত ছায়া পতিত হয়, তথায় পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২০ ॥

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক পবিত্র তুলসী প্রত্যহ পূজিত, সেবিত, রোপিত ও স্নাপিত হন, তাঁহারা মদীয় বৈকুণ্ঠ-ভবনে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

হে সত্যভামে। তুলসীবন সর্ব্বপাপ-নাশন ও সর্ব্বকামপ্রদ। তুলসীকানন রোপণ করিলে যমকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ২২ ॥

যাহারা তুলসীকে সুশোভিত করে, যাহারা তুলসীকাননের পূজা করে এবং যাহারা তুলসী স্থাপন করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ২৩ ॥

নর্ম্মদা নদী দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসী-দলস্পর্শ কলিযুগে এই তিনটিই সমান পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২৪ ॥

দারিদ্র্যদুঃখরোগার্ত্তিপাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসীক্ষেত্রং রোগানিব হরীতকী॥ ২৫॥
তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ২৬॥
নিত্যং তুলসিকাবণ্যে তিষ্ঠামি স্পৃহয়া যুতঃ।
অপি মে ক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্দদ্যোঽর্পয়েদিতি॥ ২৭॥
তুলসীনাম যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে নরঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্যমঃ॥ ২৮॥
শুক্লপক্ষে যদা দেবি তৃতীয়া বুধসংযুতা।
শ্রবণয়া চ সংযুক্তা তুলসী পুণ্যদা তদা॥ ২৯॥

ইতি তুলসীগীতা সমাপ্তা॥

হরীতকী যেমন রোগ সমূহ দূর করে, তদ্রূপ তুলসী দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, শোক ও বহুবিধ পাপ আশু ধ্বংস করিয়া দেন॥ ২৫॥

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তমাত্রও তুলসীকাননে বিশ্রাম করে, সে কোটিজন্মকৃত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়, সন্দেহ নাই॥ ২৬॥

যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমাকে একটিমাত্রও ভগ্নপত্র প্রদান করে, এই বাসনায় আমি সর্ব্বদা তুলসীকাননে অবস্থান করিয়া থাকি॥ ২৭॥

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা মুখে তুলসী নাম উচ্চারণ করে, যমরাজ বিষণ্ণ-বদন হইয়া তাহার নাম স্বীয় যমপঞ্জিকা হইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দেন॥ ২৮॥

হে দেবি! শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে যদি বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তৎকালে তুলসী দেবী অধিকতর পুণ্যদায়িনী হইয়া থাকেন॥ ২৯॥

ইতি তুলসীগীতা সমাপ্তা